পাঠক আমি

রামকিশোর ভট্টাচার্য

পাঠক হিসাবে আমি সর্বভূক না হলেও রকমারি গ্রন্থের পাঠক। তার সবই যে বুঝতে পারি সে মিথ্যাচারের কোনো উপায় নেই। বরং বুঝতে না পারা রচনার সংখ্যাই বেশি। মাঝে মাঝে ঈর্ষা হয় সেইসব পন্ডিত মানুষদের, যাঁরা বহু পড়েন, বোঝেন। আমি তাঁদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। আর যেন সমুদ্রের ঝাপটা এসে লাগে চোখে মুখে।

পাঠ্যবিষয় ভাল লাগা বা না লাগার অনেক কারণ আছে ব'লে আমার মনে হয়। অন্য পাঠকদের মতের সঙ্গে সে বিষয়ে আমার যে মিল থাকবেই তার কোনও কারণ নেই। যাই হোক সময়, ঋতু, স্থান এবং পরিবেশ আমার পাঠের ওপর খুবই প্রভাব ফেলে। সে প্রবন্ধই হোক আর গল্প কবিতা বা রম্যরচনাই হোক।

সম্প্রতি অনেকে দুর্বোধ্য লেখার কথা বলেন। আমার কাছে তা বাস্তবিকই কৌতুকের মনে হয়। কেন না সুবোধ্য বা সহজবোধ্য লেখা কমই পড়েছি। জনপ্রিয় অনেক কবি লেখকের বেশ কিছু লেখা যেমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তেমনই ছোটবেলায় সহজপাঠও আমার দুর্বোধ্য মনে হ'ত।

বাস্তবিক আমি প্রথম পড়তে চেষ্টা করেছি নিজেকে। বুঝেই উঠতে পারিনি। যখনই ভেবেছি এই তো বেশ কক্ষপথে আছি তখন হঠাৎই আবিষ্কার করেছি কক্ষপথ হয় একটু হেলে গেছে বা অনেক বেশি উপবৃত্তাকার হয়ে উঠেছে। এরপর প্রকৃতিপাঠের চেষ্টা করে দেখেছি সেখানেও পাঠক হিসেবে আমি নিতান্তই শিশু। অতঃপর অন্যের লেখা যে সহজেই আমি বুঝে যাব তা ভাবা আমার কাছে নিতান্তই বাতুলতা।

এমন ঘটনাও উল্লেখ করা যায় যে সব বই বা রচনা এক সময় পড়ে বুঝতে পেরেছি ভেবে বেশ অহং দেখিয়েছি বান্ধবদের কাছে, তাদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে পুনঃপাঠে মনে হয়েছে নিতান্ত নির্বোধ আমি কত ভুল ভেবেছি তখন।

আমরা যখন স্কুলে ছিলাম রবীন্দ্রনাথ-অবনঠাকুর পাঠের মধ্যে দিয়ে পাঠ অভ্যাস শু হয়েছিল। সে সময়ে সে সব লেখার অনেকগুলি পাঠের পর মনে হয়েছে তা যেন আমারই মনের সম্প্রসারণ। অনন্তকাল তাই বুকের মধ্যে ধরে রাখা যায়। বদলে যায় জীবনপ্রণালী। পরে কলেজ পড়ুয়া আমার জানলা অনেকটাই খুলতে শু করেছে তখন বিদেশী গল্প-কবিতার মূল এবং অনুবাদ পড়া শু করি। তখনই একবার জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে আমি কখন যেন আমারই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিলাম। তখনও আমার কাছে অবচেতন, অভিচেতন, অতিচেতন ইত্যাদির অর্থ একেবারেই দুর্বোধ্য, তবু কত সংকেত যেন থেমে দাঁড়াল আমার সামনে। তাদের মর্মোদ্ধার করা এক তণ আমির পক্ষে তখন মোটেও সহজ হয়নি। পড়তে পড়তে যেন মহাপৃথিবী ছাড়িয়ে অনন্তের মধ্যে প্রবেশ ঘটছিল আমার। যেখানে চলেছে গভীর গভীরতর অন্ধকার খেলা। 'ধূসর দীপের কাছে আমি নিস্তব্ধ ছিলাম বসে' এই 'স্বপ্ন' আমায় যে উপলব্ধি দিচ্ছিল, তা খুব রহস্যজনক। ধরার চেষ্টা করছিলাম মহাপৃথিবীর বিভিন্ন কোরাস। আমার মনোজগতে এক ভয়ঙ্কর সংকট তখন। নির্মিত হচ্ছে অন্য জগৎ।

মহাসময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সেই সময় থেকেই আমার মধ্যে তৈরি হল সৃষ্টিরহস্য জানার ইচ্ছা। সে ইচ্ছাপাখি আজও দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আমার বোধিকেন্দ্রে। সেখানেই যে সর্বদা চলেছে আলো অন্ধকারের খেলা। সেই জমাট পিন্ডের ঘনত্ব এত বেশি যে তা আমার নিজেরও কল্পনার বাইরে।

ঘন হওয়ার তো একটা সীমা আছে আর সেই সীমায় পৌঁছে গেলেই তো কোটি কোটি টুকরোয় ভেঙে যাবে প্রচন্ড বিস্ফোরণে। সে এক ভয়ঙ্কর জটিলতা। আর তাই এখনও জীবনানন্দ পাঠ করতে করতে পৌঁছে যাই এক মহাশূন্যতার দিকে।

চতুর্দিক থেকে ভেসে আসে নানা তরঙ্গ। প্রত্যেকটি শব্দ থেকে উঠে আসে এক অতি শক্তিশালী বিকিরণ। বদলে যায় বর্তমান। প্রাক্ আধুনিক, আধুনিক কিম্বা উত্তর আধুনিক এসব ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আজকের সাহিত্যও অতিচেতনার এবং অবচেতনার রহস্যকেই আবিষ্কার করতে চাইছে।

সেখানে কি ইনার লজিক খাটে? বোধহয় না। কিম্বা যাঁরা মনে করেন ইনার লজিক ছাড়া সাহিত্যই হয় না, তাঁদের সঙ্গে সহমত না হয়েও তর্কে যাবার ইচ্ছাও থাকে না। তবে তখন বারবার পাঠক আমির মনে হয় চেতনার কোনও উদ্দেশ্য আছে কি? মূল্য আছে কি? একটা দিন, একটা শুত্রকীটে যে বিশাল সম্ভাবনা তা কি সহজবোধ্য? ভাবতে ভাবতে একটা বিপন্নতা যখন পাশে এসে ঘিরে ধরে তখনই এই মগজ আবিষ্কারের নেশায় খোঁজা শু করে নতুন পাঠ্য।

জীবনানন্দের পরে তাই একদিন হঠাৎ পড়া 'একটি যুদ্ধকালীন জন্ম' কিছুটা হলেও থমকে দিল আমাকে--

'সুন্দরীর চমক সংকেত পাঠাচ্ছে--
ভিতরের কলকব্জা জানা হয়ে গেলে একবার
ডানা কাটা পরীকেও পিন্ডীকৃত মাংস ছাড়া অন্য কিছু আর
সহজ থাকে না ভাবা।

রমেন্দ্রকুমারের কবিতা পড়তে পড়তে সমস্ত আবেগ শুধু ঐ 'পিন্ডীকৃত মাংস'তে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। পরীর মত নারী তারই মত আমার পাঠ্য বিষয়ও। যদি তাকে কাটা-ছেঁড়া করি, ভেতরের কলকব্জা জেনে যাই সহজে তবে এই পাঠক আমি নিতান্ত সার্জন। সুন্দরের উপাসক নই। আবার তাঁর কবিতা নিতান্ত জৈবিক বাঁচার চেয়ে দেহের কোষে কোষে পৌঁছে দেয় এক অন্য মেসেজ। এক অন্য ব্দন্দ্ধব্দ্ধব্দ্ধনঙ্ক্ষ আত্মবীজ বদলে দেয়। পাঠশেষে মস্তিষ্কের অন্তঃস্রোতে এক জীর্ণ সত্তা ঝটকা দিয়ে বাইরে আসতে চায়। নতুন এক সত্তা সে। চোদ্দপুষের ধূপগন্ধ এড়িয়ে সে অনুভব করে 'পৃথিবীর সাজানো সুটকেস/স-সন্তান কাঁকড়াবিছে'দের। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরি তাঁর 'জ্ঞান অকল্যাণ' দিয়ে পাঠক আমিকে যে পথ দেখালেন, সেই পথে অজস্র সম্ভোগের আনন্দ পেরিয়ে ঝিাস ভাঙার জায়গায় দাঁড়িয়ে যেতে হয়।

কিন্তু সারাজীবন একজায়গায় দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিইনি কাউকেই, তাই, সত্তার চারপাশে যে রহস্য গুণ্ঠন তার মধ্যে শু হল পৌনঃপুনিক সংকোচন। জীবনের যে আবহাওয়া তা কি এবার তুচ্ছ হবে তবে। আমার পাঠক জীবন যে সংগ্রহে চলেছে তাতে তো কত রঙ, কত বৈচিত্র্য। তবে প্রথাবদ্ধতার আদৌ কোনও মানে আছে কি? জীবনের সহস্র মুখ। আত্মকৌতূকে স্বাদ নিয়ে চলেছি বদলে যাওয়া সময়ের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার। দাঁড়িয়েছি উৎপলকুমার বসুর ' ফেরীঘাট'এ। অবচেতনার আর এক রহস্য। রহস্যের বিস্তার ত্রমশ বাঙ্ময় হ'তে থাকে।

হে সূর্য, আলোক বিন্দু, একই সঙ্গে প্রসারিত করো
তোমার জ্যোতির থাবা-- ক্ষুধা ও চুম্বন।

জন্ম-মৃত্যুর মাঝে যে নদী তা পারাপারের জন্য যে ফেরীঘাট তার কথাই বললেন, কিন্তু নতুন কিছু কি। মনে হল না। অথচ 'টুসু আমার চিন্তামণি'তে তিনি যখন লিখলেন 'ঘুম আর মোমিনপুরের মাঝামাঝি একটুকরো বারান্দা রয়েছে।/ দুধ আর চা-পাতা রয়েছে-- কেউ কেটলিটা বসিয়ে দেবে কি?'

আমার পাঠক মনে ঘন গভীর ঘনত্ব তৈরি হচ্ছে। এক-একটা শব্দমালা, শব্দ ছবি তৈরি করছে সংবেদন। মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি আমি। তারপর থেকেই কবি উৎপলকুমার পাঠক আমির নিয়মিত পাঠ্য হয়ে উঠলেন। তাঁর কবিতার নড়ন্দ্বব্জ প্ত্রব্দ্ধব্দ্রব্দ্ধব্দ্ব আমায় এক বিরাট পটভূমির সামনে নিয়ে আসতে শু করল। আমার মনকেমন, বিষাদ অভিমান এভাবেই কবি থেকে গল্পকার, প্রাবন্ধিক থেকে শিশু-সাহিত্যিক সমানভাবে চলাচল শু করেছিল।

এখন আমার সমকালের লেখা বা কথাশিল্পীদের অনেকেই আমায় টেনে রাখেন। কিন্তু পাঠক আমি যখন দেখি কোন পাঠ্যবিষয় পুরনো অথবা রিমেক তখন এক যন্ত্রণা রিনরিন করে। আমায় গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় টেনে রাখেন যেমন তেমনই আমার ঔপন্যাসিক সুবিমল মিশ্র দুঃসাহসিক লেখার জন্য চমকে দেন। তাঁর 'বাবিব' পড়তে পড়তে আমার পাঠক চেতনা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়।

আমাকে যদি এই মুহূর্তে বলা হয় ভাল গল্পের কথা কিম্বা ঔপন্যাসিকের নাম বলতে বলা হয় তবে বেশি চিন্তা করতে হবে না। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটা উপন্যাস 'জল তিমির' আমায় বারবার এলোমেলো করে। আখতারউজ্জামান ইলিয়

াসের ‘ খোয়াবনামা’, ওয়ালিউল্লার ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ আবু ইসহাকের ‘সূর্যদিঘল বাড়ি’ আমাকে পাঠের অনেক পড়েও ছুঁয়ে থাকে।

কয়েকদিন আগে আমি আমার এক কবি বন্ধুর সঙ্গে উপন্যাস পাঠ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদী মাটি অরণ্য’ এর কথা, সে আমায় বেশ উৎসাহ নিয়ে বলেছিল স্বপন সেনের ‘মুখোশ যোদ্ধা’ পরে কত চমৎকৃত হয়েছিল সে।

পাঠক আমি কোনো আরোপিত বা কৃত্রিম লেখা পড়তে চাই না। আমি পড়তে চাই সেই লেখা যা পড়লে মনে হবে এ আমারই কবি বা এ গল্প আমার পাঠের জন্যই। এক নিশ্বাসে আমি বলতে পারি কিন্নর রায়ের ‘প্রকৃতি পাঠ’, অভিজিৎ সেনের ‘বহুচন্ডালের হাড়’-এর কথা। গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রবিশঙ্কর বল, স্বপন সেন,বীরেন শাসমল বা গৌর বৈরাগী আমার প্রিয় গল্প লেখক। কিছুদিন আগে আফসার আহমেদ পড়ছিলাম যা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছিল বারবার জাগ্রত চেতনার ঘোষণা সেখানে। লেখক যেন তাঁর চতুর্দিকের জীবন নিজস্ব ঢঙে আবিষ্কার করেছেন। আর এক স্পর্শ কম্পিত গভীর বোধ জেগে উঠেছে পাঠকের সামনে।

কবি অণেশ ঘোষ-এর ‘শব ও সন্ন্যাসী’, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ কেবল দেখেছে শিয়রলতা’, রঞ্জিত সিংহের ‘স্টাফড্ মোষের মাথা কিংবা আমি’ আমার বন্ধুদের পড়তে বলি, ষাটের প্রায় অনেকেই আমার প্রিয় কবি। তাঁদের কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় আমার অনেক বিপন্ন সময়ে তাঁরাই আমার বন্ধু ধবনি আর শব্দ দিয়ে। বাইরের জগতের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা জুড়ে অন্তর্জগতে এসে।

এক-একটা দিন চলে যায় আর পাঠক আমির পৃথিবীতে থাকার দিন কমে। আমার মনে হয় শেষদিনও আমি শেষবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নেব কবিতার মুখ। তখন সুন্দর বিষাদ থাকবে হয়তো আগামীর চোখে। অভিষেক হবে নতুন পাঠকের।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com